প্রধানমন্ত্রীর কাছে জেনিফারের মায়ের লিখিত আবেদন

কাছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃত কিংয়ের বৃদ্ধ মা সালমা খাতুন।

স্থানীয় প্রশাসন এবং জেলার কোথাও তাঁর সন্তানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকার পরও কেন এভাবে একজন কিশোরের মৃত্যু হলো এ প্রশ্নও রেখেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছেন প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদনে তিনি বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের সমস্ত আইনী ব্যবস্থা দিয়েও আপনি আমাকে আর আমার সন্তান ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। তিনি লিখেছেন, অগণিত মানুষের এই বাংলাদেশে দু'একজন কিং কিভাবে মৃত্যুবরণ করল তা ভাবার অবকাশ না থাকলেও আমার সন্তানের মৃত্যু সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতা আমার জানার খুবই প্রয়োজন। এর পরও সালমা খাতুন সেনাবাহিনী নামানোর বিষয়কে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, দেশের ক্রম অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। জনগণও এর সুফল পেয়েছে। কিন্তু এর পরও তিনি লিখেছেন, এর নয়ই। তবে কেন একজন মায়ের বুক খালি হলো এবং কেনইবা কিংয়ের মৃত্যু ঘটল এসব পূর্বাপর প্রেক্ষাপট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার জানা প্রয়োজন। যাতে এ ঘটনা সম্পর্কে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি সর্বশেষ করুণ আকুতি জানিয়ে লিখেছেন, ১৯৭৬ সালে আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমার কনিষ্ঠ পুত্র কিংয়ের নির্মম মৃত্যুতে আমার এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটেছে। যেখানে সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে অসত্য দিয়ে সত্যের মৃত্যু ঘটে, যেখানে সকলে মৃত্যুদূত হয়ে আবির্ভূত হয়, সেখানে মানুষের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করার দরকারইবা কি? তবুও কি বিবেকবান প্রধানমন্ত্রী, গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, এই ঘটনার প্রকৃত সত্য জানতে আগ্রহী হবেন। তবেই বিচারের প্রার্থনায় এখানে আমি তৃপ্তি পাব।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদনের অনুলিপি মৃত কিংয়ের মা পাঠিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্থানীয় প্রশাসনসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের কাছে।

খাগড়াছড়ি অফিস থেকে তিনজন আসামী মুক্ত আলেম সমসের আলীর কন্যা ও স্থানীয় দাখিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্রী লাভলী বেগমকে উদ্ধার করে। সাথে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো একরামুল হক, জাহেদুল ও মজিবুল। তবে অপহরণের সঙ্গে জড়িত মূল আসামী ইয়ামিন (১৮)কে গ্রেফতার করতে পারেনি। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ছাত্রীকে ১৭ অক্টোবর রাতে অপহরণ করা হয়েছিল। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট ২১ অক্টোবর জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মা ও দুই শিশুপুত্রের মৃত্যু

লালমনিরহাট, ১০ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ লালমনিরহাটের বড়বাড়িতে গত ৯ নবেম্বর শনিবার ভোররাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মা ও দুই শিশুপুত্রসহ ৩ জন মারা গেছে। জানা গেছে, লালমনিরহাট জেলা সদরের বড়বাড়ি ইউনিয়নের শিবরাম গ্রামে শনিবার রাত আনুমানিক পৌনে ২টায় অজানা এক অগ্নিকাণ্ডে ঐ গ্রামের ধুনকার আলমের বাড়িতে আগুন লাগলে আলমের স্ত্রী মোমেনা বেগম (২২), দুই শিশুপুত্র হাবিবুর (২) ও মশিউর (১) আগুনে পুড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে।

বগুড়া : রবিবার করতোয়া নদী তীরে হিন্দু সম্প্রদায়ের

পাগলা শিল্পাঞ্চলে বি
অর্ধশত শিল্প কারখান
বন্ধ ॥ ২০ হাজার শ্র

রুমন রেজা, নারায়ণগঞ্জ থেকে ॥ ফতুল্লা থানার পাগলা শিল্পাঞ্চলে ৫ দিন ধরে বিদ্যুত নেই। ফলে অর্ধশতাধিক শিল্প কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। কর্মহীন দিন কাটাচ্ছে ২০ হাজার শ্রমিক। কয়েক কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে শিল্প মালিকরা। পাশাপাশি পবিত্র রমজানে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পাগলা এলাকায় বসবাসরত ৫০ হাজার মানুষের জীবন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বার বার ডেসা অফিসে ধর্ণা দেয়া সত্ত্বেও কোন কাজ হয়নি। ফলে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে জীবন। বিরামহীন এই বিদ্যুত সঙ্কটের কারণে শ্রমিকদের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ডেসা সূত্র বলেছে, ক্যাবল ফল্টের কারণে এই বিপর্যয় ঘটেছে। তারা বিদ্যুত সরবরাহ স্বাভাবিকের চেষ্টা চালাচ্ছে। ফতুল্লা থানার পাগলা শিল্পাঞ্চলে ছোট বড় অর্ধ শতাধিক শিল্প কারখানা রয়েছে। ৭টি স্টীল ও রি-রোলিং মিল, ১০টি ডাইং ফ্যাক্টরি ছাড়াও আইসক্রীম ফ্যাক্টরি, টেক্সটাইল মিল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, 'স' মিল প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠাগুলোতে কাজ করে প্রায় ২০ হাজার। এছাড়াও কামালপুর, নন্দলালপুর ও পাগলা

রমজানে দুর্ভোগ

এমএন লারমার মৃত্যুবার্ষিকীতে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে পাহাড়ীদের দৃপ্ত শপথ

খাগড়াছড়ি, ১০ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য শান্তিচুক্তির সফল বাস্তবায়ন, পাহাড়ে গণতান্ত্রিক শাসন ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় শপথের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা প্রয়াত সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

রবিবার খাগড়াছড়ি জেলা সদরের চেংগী স্কোয়ারের লারমা স্মৃতিসৌধ চত্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ব্যাপক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কর্মসূচী পালন করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সকালে প্রয়াত এমএন লারমার স্মৃতি ভাস্কর্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, জাতীয়, দলীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন, শোকর্যালি ও শোকসভা।

বন্দী খাঁচায় নিঃসঙ্গতা কাটাতে অনু খুঁজে পেল তনুকে

আনিসুজ্জামান, রাজশাহী থেকে ॥ অবশেষে অনুরও নিঃসঙ্গতা দূর হলো। রাজশাহীর একমাত্র বিনোদন কেন্দ্র রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যান ও চিড়িয়াখানার মায়া হরিণ অনু তার নিঃসঙ্গতা কাটাতে সক্ষম হয়েছে মায়া হরিণী তনুকে পেয়ে। তাই সকাল-সন্ধ্যা হরিণ অনু বন্দী খাঁচার এ মাথা থেকে ও মাথায় ছোটাছুটি করছে। আনন্দের বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে আগত দর্শক জনতাকে। যেন আনন্দের সীমা নেই তার। সেই সাথে বিনোদনের জন্য আসা আবাল-বৃদ্ধবনিতার বিনোদনে যোগ হলো নতুন মাত্রা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাত্র ১ মাস ৮ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যান ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যান ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের নিকট অনুকে হস্তান্তর করা হয়। এর পর রাজশাহী চিড়িয়াখানায় শুরু হয় হরিণ অনুর বন্দী নিঃসঙ্গ জীবন। প্রায় ১০ বছর বয়সের মায়া হরিণ অনু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ায় ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ আব্দুল গাফফারের তৎপরতায় গত ৩১ অক্টোবর সুদূর চাটগাঁয়ের ফয়সলেক চিড়িয়াখানা থেকে মায়া হরিণী তনুকে নিয়ে আসা হয়। আন্তঃচিড়িয়াখানা প্রাণী বদলের আওতায় একজোড়া ময়ূর-ময়ূরীর পরিবর্তে আনা হয় মায়া হরিণী তনু; পশুরাণী সিংহী কনককে নিয়ে আসা হয়েছে।

সূত্র জানায়, মায়া হরিণ অনুকে জয়পুরহাট থেকে রাজশাহী চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসার পর একাকিত্বে অনেকটা বিমূঢ় হয়ে থাকত। ৩১ অক্টোবর হরিণী তনুকে নিয়ে আসার পর অনুর মধ্যে চঞ্চলতা ফিরে আসে। মায়া হরিণ অনুর বয়স

বন্ধ কারখানা খুলে
শ্রমিকদের দুর্ভোগ কমানোর